

নং৩৭. টা.৩.০০

অশোক

যিনি ছিলেন 'রাজার রাজা'

অশোক

ইতিহাসে রাজাদের ছড়াছড়ি। তাঁদের অনেকেই প্রচন্ড বীর এবং অদ্ভুত সাহসী। আর ইতিহাস কেন, পৃথিবীর সব দেশে রূপকথায়, উপকথায়, কবিতায়, গল্পে দুঃসাহসী বীর গাঁথা পাতার পর পাতা জুড়ে আছে।

সব রাজকাহিনীর যদি এখানেই শেষ হতো, তাহলে আমাদের ছোটবেলার দিনগুলি নিশ্চয়ই মন্দ কাটতো না। কিন্তু সব শিশুই একদিন সাবালক হয়; তখন শুধু বড় রাজা, ছোট রাজা, মেজ রাজাদের যুদ্ধ আর মারামারি দিয়েই তাদের মন ভরে না। রাজার কাহিনী তো তারা অনেক শুনেছে, এবার তারা 'রাজার রাজা'র গল্প শুনতে চায়।

অশোক ছিলেন এমন একজন 'রাজার রাজা', পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁর তুলনা পাওয়া কঠিন। শুধু গায়ের জোরে মানুষকে জয় করা নয়, ভালোবেসে তাকে নিজের করে নিতে হবে। অশোকের কাহিনী হলো সেই ভালোবাসার মহাকাব্য, যার শুরুতে লেগে আছে অনেক নির্দোষ মানুষের রক্ত—কিন্তু যার শেষ হয়েছে মানুষেরই শুশ্রূষায়, অন্য দশজন মানুষের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ায়।

অনুবাদ/ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়   বর্ণলিপি/মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

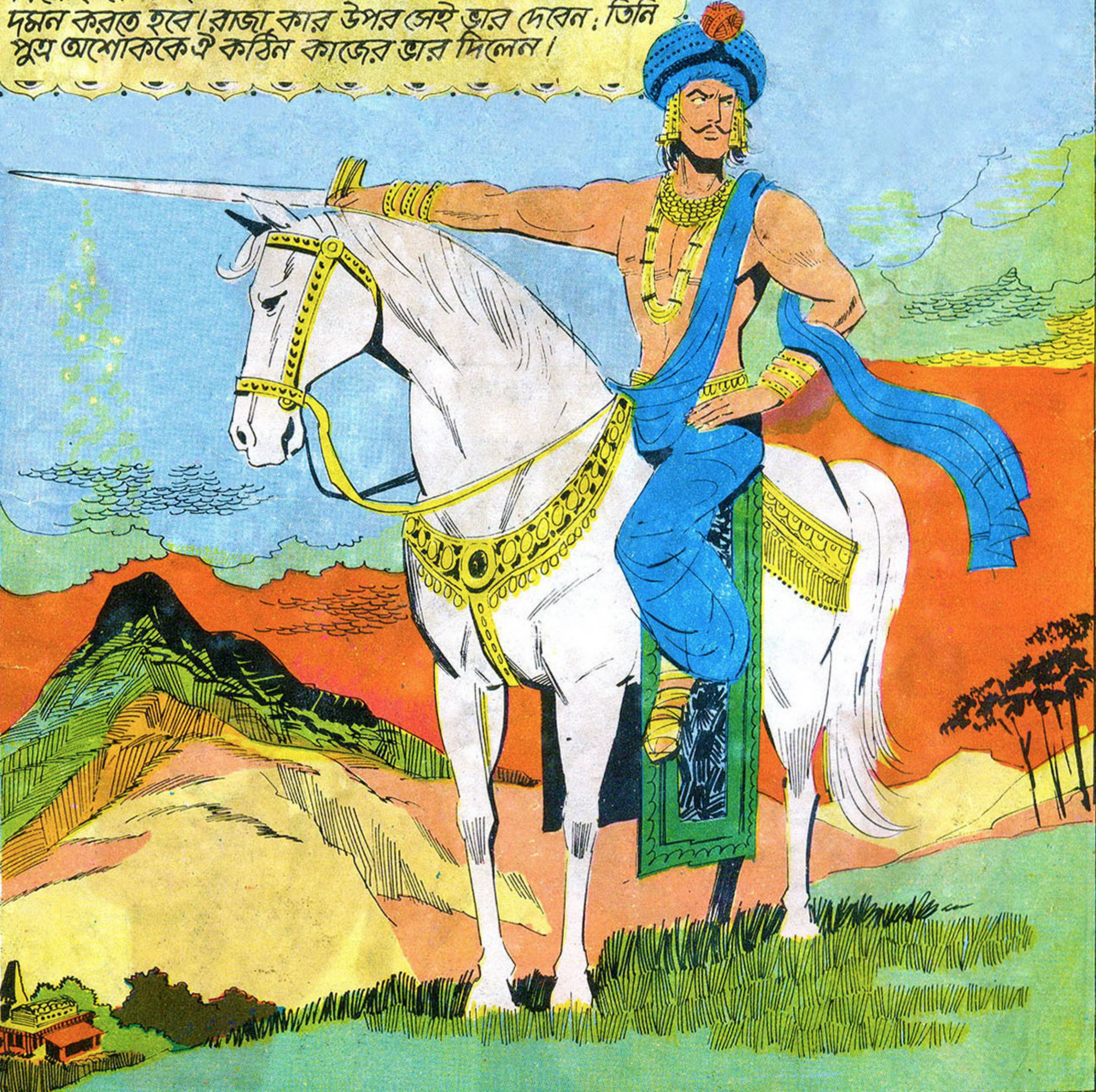
'অমরচিত্রকথা'র বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারণ
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Published by H.G. Mirchandani, for India Book House Education Trust, Rusi Mansion, 29, Nathalal Parekh Marg, Bombay-400 039 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

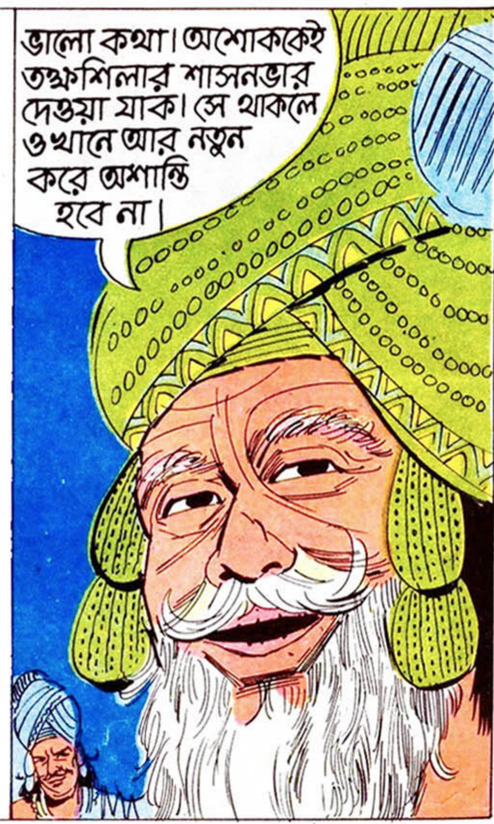
Editor : Anant Pai   Artworks: Ram Waeerkar

অশোক

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। রাজা বিন্দুসার তখন রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে অর্ধেক ভারতবর্ষকে শাসন করতেন। হঠাৎ তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দিল। কোনও রকম দেরি না করেই ঐ বিদ্রোহ দমন করতে হবে। রাজা কার উপর সেই ভার দেবেন; তিনি পুত্র অশোককে ঐ কঠিন কাজের ভার দিলেন।







অশোক ছাড়াও রাজা বিন্দুসারের একশো ছেলে। তাঁরা এই খবর শুনে খুশি হলেন না।

অশোক সব সময় নিজেকে নিয়ে গর্ব করে। এখন তার স্পর্ধা আরও বেড়ে যাবে!

ও আরও উদ্ধত হয়ে উঠবে!

কিন্তু তাঁরা আরও অখুশি হলেন, যখন রাজা বিন্দুসার অশোককে তক্ষশিলা থেকে ডেকে পাঠালেন।

অশোক রাজধানীতে ফিরে এলো। ব্যাপারটা সুবিধার মনে হচ্ছে না।

বাবা যতোই বুড়ো হচ্ছেন, ততোই ওর উপর তাঁর ভালোবাসা উথলে উঠছে!

ভবিষ্যতে কী-যে হবে? আমার খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

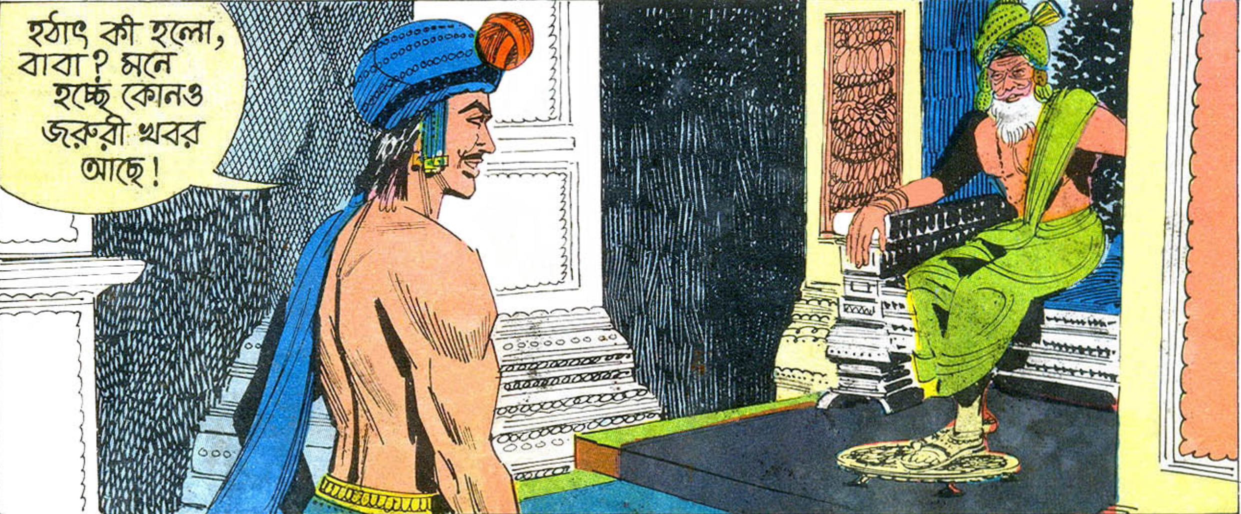
আপনার একশো-একটি ছেলে। তবু এতে মন খারাপ করছেন কেন?





এবার উজ্জয়িনীতেও বিদ্রোহ লাগলো!

অশোককে ডেকে আনো।


হঠাৎ কী হলো, বাবা? মনে হচ্ছে কোনও জরুরী খবর আছে!


উজ্জয়িনীর শাসনভার তোমাকে নিতে হবে।


আমার অনেক দিনের ইচ্ছে একবার দক্ষিণে যাই।


কিন্তু শাসনকর্তাকে প্রথমে ...
বলুন!


...সেখানকার বিদ্রোহীদের দমন করতে হবে। এ কাজে তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

যাত্রার আগে —

তাড়াতাড়ি সুসংবাদ পাঠিও!

অশোক তাঁর সেনা বাহিনী নিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করলেন। বেশ কিছুদূর যাবার পর —

কী মনোরম শহর!

আমরা এখন বিদিশা নগরী দিয়ে যাচ্ছি।





মেয়েরা দল বেঁধে কোথায় যেন যাচ্ছেন। যিনি সবার আগে, অশোক তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না।





আপনারা তাহলে বৌদ্ধ?

হ্যাঁ!

চলে এসো, বিদিশা। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিদিশা!

বিদিশা! শহর আর মানুষ! একই নাম, একই রকম সুন্দর! কী আশ্চর্য ওর চোখ দুটি!

খোঁজ নিন, উনি কোথায় থাকেন? — কাদের মেয়ে?

আপনি কার কথা বলছেন?

বিদিশার। ঐ যে—যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পরেই দূত ফিরে এলেন।

উনি একজন শ্রেষ্ঠীর* মেয়ে। ওঁর বাবাকে সবাই চেনে।

তাঁকে খবর পাঠান, আমি দেখা করতে চাই।

* বনিক

দেখা হলে-

শ্রেষ্ঠী! আমি আপনার ...

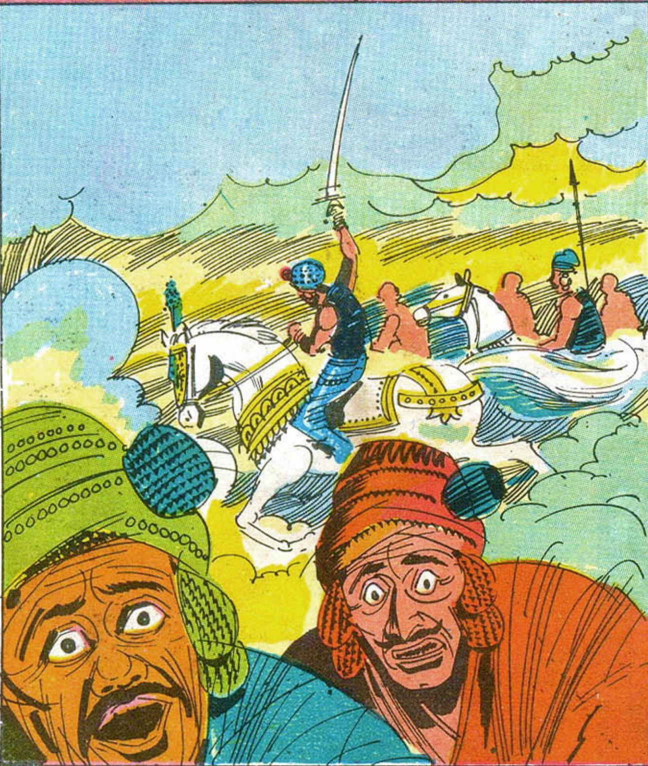
আপনি বলুন, আমাকে কি করতে হবে?

ওঁকে কখনও এভাবে ইতস্তত করতে দেখিনি!

আমি ...হ্যাঁ। ... আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই।

এ তো আমার পরম সৌভাগ্য!

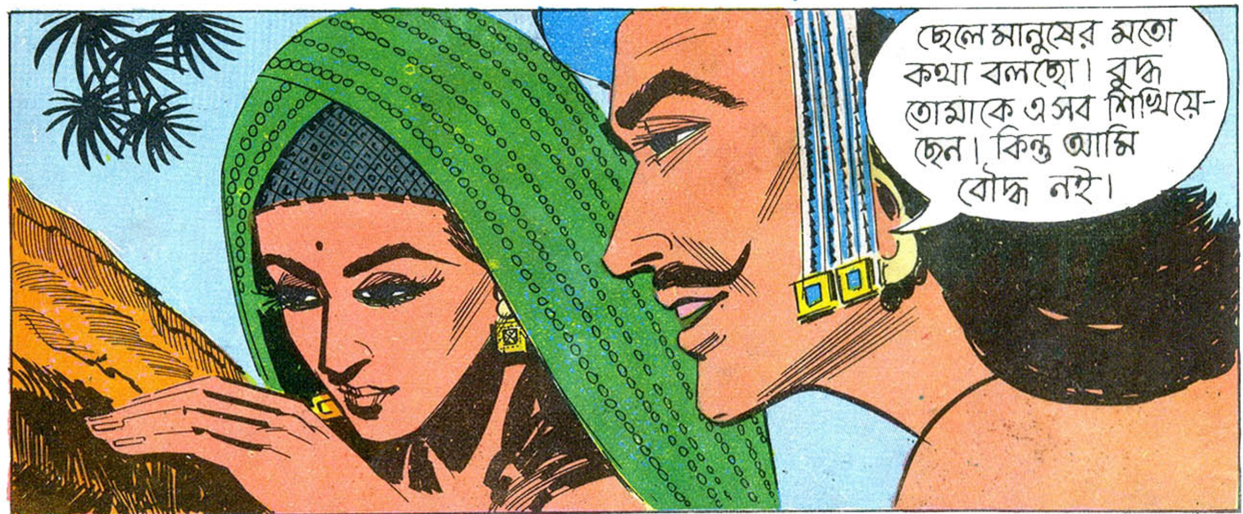
বিয়ের পর অশোক আর দেরি করলেন না। বিদিশাকে সঙ্গে নিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করলেন।






তারপর বেশ আড়ম্বরের সংগেই শুরু হলো বিজয়-উৎসব।


সেই উৎসব থেকে দূরে, রাজ-উদ্যানে—
সবাই আনন্দ করছে। তুমি এখানে একা কেন বিদিশা?
হানাহানি আমার ভালো লাগেনা... এমন কি যুদ্ধের সময়েও।


ছেলেমানুষের মতো কথা বলছো। বুদ্ধ তোমাকে এসব শিখিয়েছেন। কিন্তু আমি বৌদ্ধ নই।

আমি ক্ষত্রিয়। আমার শরীরে রাজরক্ত। দরকারে আমাকে নিজের হাতে অন্যের মাথা কাটতে হবে।

রাজা বিম্বিসার কিন্তু অহিংসাকেই পরমধর্ম বলে জানতেন।

তর্ক করে মনের পার্থক্য ঘোচানো যায় না। এখানেও মনের অমিল থেকে গেল। তারপর, একদিন বিদিশা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন।

ছেলের নাম দিলাম মহীন্দ্র*। বড় হয়ে ও সমস্ত পৃথিবী জয় করবে।

আমার ইচ্ছে তো আপনি জানেন। রাজকুমার বুদ্ধের মতো ও যেন সব মানুষের মন জয় করতে পারে।

* মহীন্দ্র = পৃথিবীর সম্রাট

আরও দু'বছর কেটে গেল। এবার ঘরে এলো একটি ফুটফুটে কন্যা।

মেয়ের নাম কিন্তু আমি রাখবো।

যখন সাধ হয়েছে—

নাম দিলাম সঙ্ঘমিত্রা।

এ তোমার অন্যায়! বৌদ্ধরাই এরকম নাম রাখে।

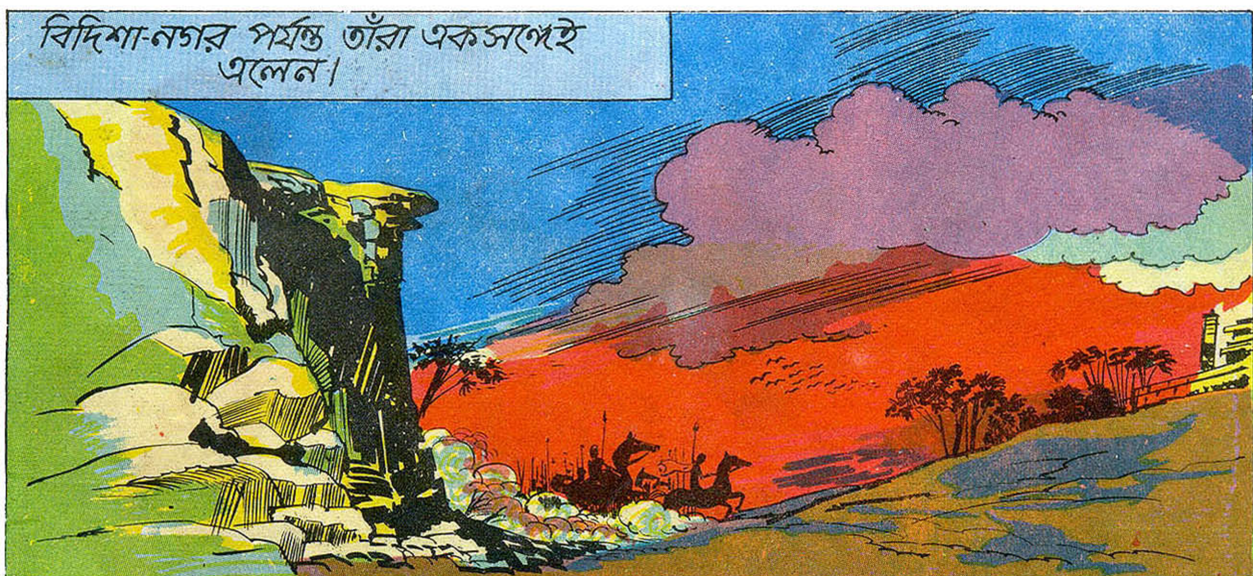
একদিন, হঠাৎ পাটলিপুত্র থেকে খবর এলো—

মহারাজার শরীর ভালো যাচ্ছে না। পত্রপাঠ রাজধানীতে ফিরে আসুন।


বিদিশার শরীর তখনও খুব দুর্বল। অশোক মন স্থির করে ফেললেন।
প্রধান-মন্ত্রীর চিঠি পেয়েছি। বাবা হয়তো মৃত্যু শয্যায়। এখনই পাটলিপুত্র যেতে হবে...


...রাস্তার ধাক্কা তুমি সামলাতে পারবে না।


আমার ইচ্ছে, তুমি এখন বিদিশায় বাবা-মায়ের কাছে থাকো। তোমার শরীর সেরে উঠলেই লোক পাঠাবো।
তুমি যা বলবে, প্রভু!


বিদিশা-নগর পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গেই এলেন।

শরীরের যত্ন নিও। মহেন্দ্রকে অহিংসার গল্প বলে, বিগড়ে দিও না।

আমার অনেক দিনের সাধ ও একদিন রাজচক্রবর্তী হবে।

আর দেরী নয়, এবার যেতে হবে। তোমার কোনও ইচ্ছে থাকলে, বলো?

হ্যাঁ। কিন্তু আগে কথা দাও, আমি যা চাইবো, তা-ই দেবে।

কথা দিচ্ছি। এবার বলো, কি চাও?

তুমি সব রকম খুন খারাপি থেকে দূরে থাকবে।

পাটলিপুত্রে পা দিতেই প্রধানমন্ত্রী অশোকের সঙ্গে দেখা করলেন।



বিদিশাকে কি কথা দিয়েছিলেন, অশোক তা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন।





সিংহাসনের জন্য অশোক যেন উন্মাদ হয়ে গেলেন। একের পর এক ভাইকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে লাগলেন। ... তাঁর ভ্রাতৃবধূ সুমনা দেবী তখন সন্তান সম্ভবা। ...

আপনি মা হতে চলেছেন। শিশুটির কী হবে, আমার ভয় লাগছে।

আমি কী করবো? পালিয়ে যাবো, তারও যে কোনও রাস্তা নেই!





এক বৃদ্ধ ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অসহায় মেয়েটির জন্য তাঁর করুণা হলো।

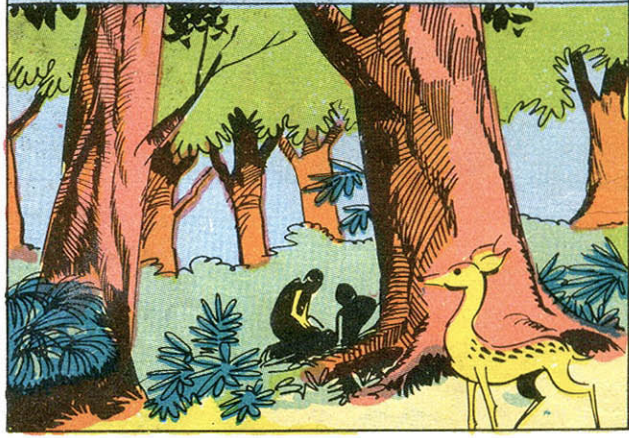


সুমনা বৃদ্ধের সঙ্গ নিলেন। তারপর —



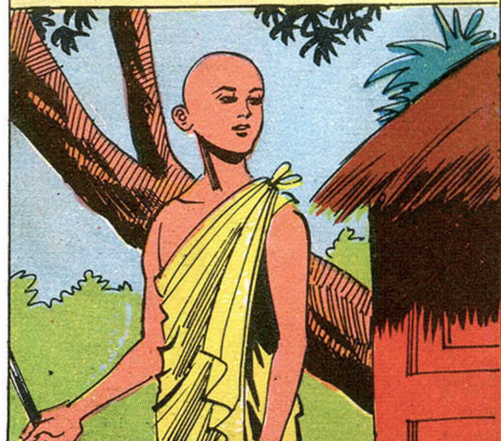


এখানেই, গাছের নিচে সুমনা দেবীর একটি পুত্র হলো।





নিগ্রোধ কুমার সেই গ্রামেই মানুষ হলেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহন করলেন।

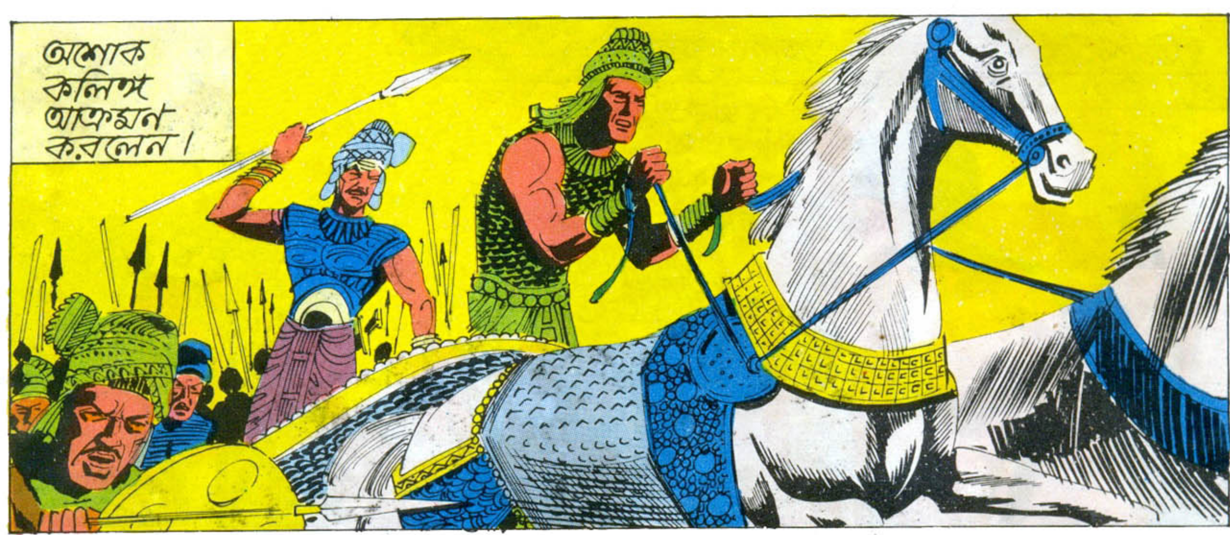



ইতিমধ্যে অশোক রাজসিংহাসনে বসেছেন। যে-সে রাজা নয়। তাঁর ভয়ে সবাই তটস্থ!
কি খবর, মন্ত্রী-মশাই? কোথাও গন্ডগোল বাধেনি তো?
সব শান্ত, মহারাজ! কোথাও কোনও টুঁ-শব্দ নেই।

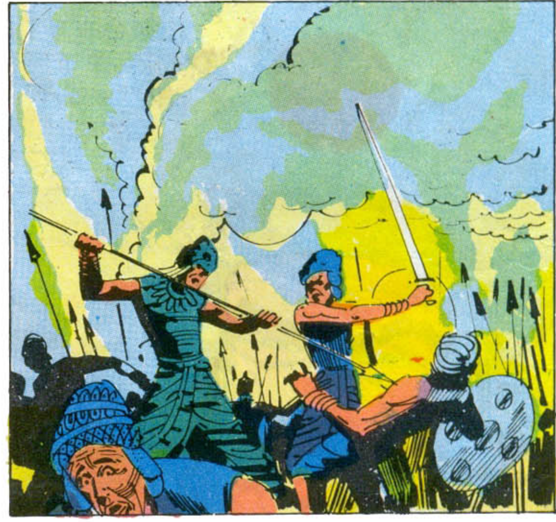

চমৎকার! কিন্তু আমাদের কপালে বিশ্রাম নেই। এখনই কলিঙ্গ আক্রমন করতে হবে।
কেন, মহারাজ?


বুঝতে পারছেন না? আপনার গা-ঘেঁসে একটা স্বাধীন দেশ-যে কোনও মুহূর্তে মাথা তুলতে পারে!
শুধু শান্তিতে আমার অরুচি ধরেছে!


সেনাপতি! এখনই যুদ্ধের জন্য তৈরী হোন।


অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করলেন।


কলিঙ্গের সেনাবাহিনী তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়েই লড়লো।




অবশেষে—
আমরা জিতেছি। কলিঙ্গ এখন আমাদের।
নতুন দেশ— একবার নিজের চোখে দেখবো।

অশোক যতই সামনে এগুতে লাগলেন, একটার পর একটা বীভৎস দৃশ্য —

মৃতের পাহাড়! আমরা এতো মানুষ মেরেছি!

এক লক্ষেরও বেশী! আহত-দের সংখ্যা আরও কয়েক লক্ষ!









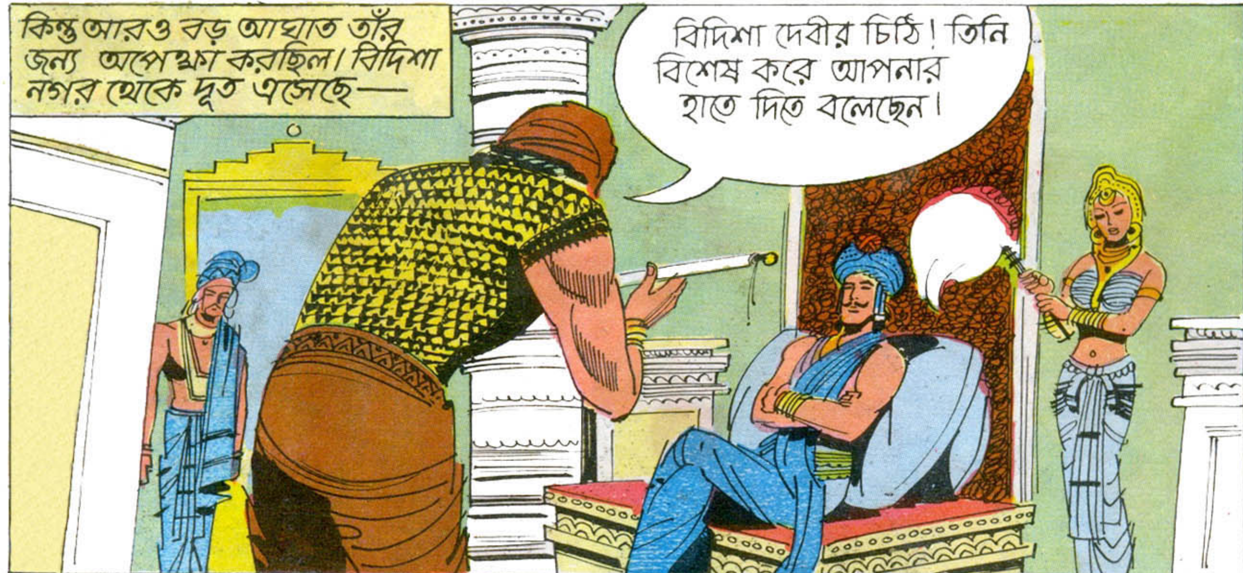
মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা তিনি নিজের চোখে দেখলেন।
ওহ্! না!



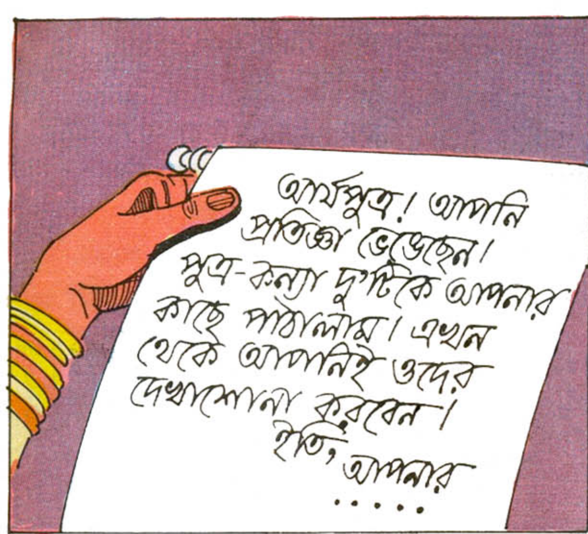
চলুন, ফিরে যাই।



রাজ প্রাসাদে —
মহারাজ! আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে!
আমার মনটা ঠিক ভালো নেই!



কিন্তু আরও বড় আঘাত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। বিদিশা নগর থেকে দূত এসেছে—
বিদিশা দেবীর চিঠি! তিনি বিশেষ করে আপনার হাতে দিতে বলেছেন।


আর্যপুত্র! আপনি প্রতিজ্ঞা ভেঙেছেন। পুত্র-কন্যা দু'টিকে আপনার কাছে পাঠালাম। এখন থেকে আপনিই ওদের দেখাশোনা করবেন। ইতি, আপনার .....

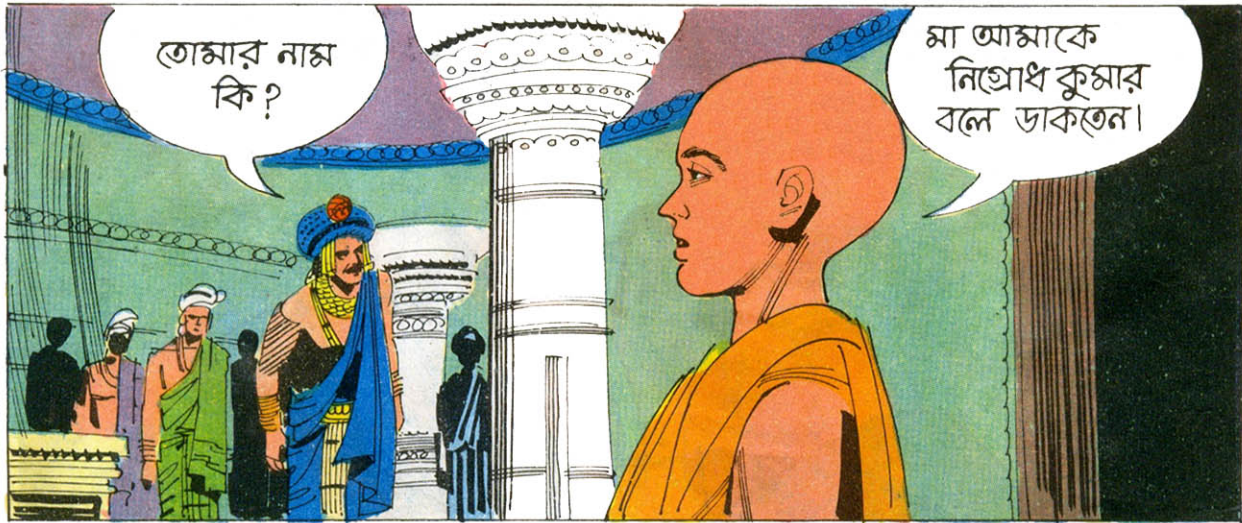

বিদিশা কোথায়?
তিনি বুদ্ধের সঙ্ঘে যোগ দেবেন বলে ভাবছেন।


ছেলে আর মেয়েকে পেয়ে অশোক মনের শান্তি কিছুটা ফিরে পেলেন, কিন্তু কলিঙ্গ-যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতিকে মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলেন না।


একদিন, যখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এক তরুণ সন্ন্যাসীকে তাঁর চোখে পড়লো।
ছেলেটি কে? ওকে দেখেই মনটা যেন কী রকম করছে!


তাড়াতাড়ি যাও! ওকে এখানে ডেকে আনো।


যখন সন্ন্যাসী এলেন —
তোমার পরিচয়টা আমাকে দেবে কি?
আমি একজন বৌদ্ধ শ্রমন। আর কিছু জানতে চান?


তোমার নাম কি?
মা আমাকে নিগ্রোধ কুমার বলে ডাকতেন।


নিগ্রোধ কুমার! আমার এক ভাইপো আছে — একই নাম।
আমিই আপনার ভাইপো। দেখছি, আপনার মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।


তুমি আমাকে ঘৃণা করো! তাই না?
কেন ঘৃণা করবো? আপনি আমার বাবাকে হত্যা করেছেন, এই জন্য?


পিতৃহন্তীকে ঘৃণা ছাড়া আর কী দেওয়া যায়?


না। আমি কাউকেই ঘৃণা করি না। ঘৃণা সব কিছুকেই ধ্বংস করে। আমি চেষ্টা করি সবাইকে ভালোবাসতে।


এই বয়েসে কোথা থেকে এতো মনের জোর পেলে?
তথাগত বুদ্ধের বানী থেকে। মন অশান্ত হলে আমরা তাঁর কাছেই শান্তি প্রার্থনা করি।

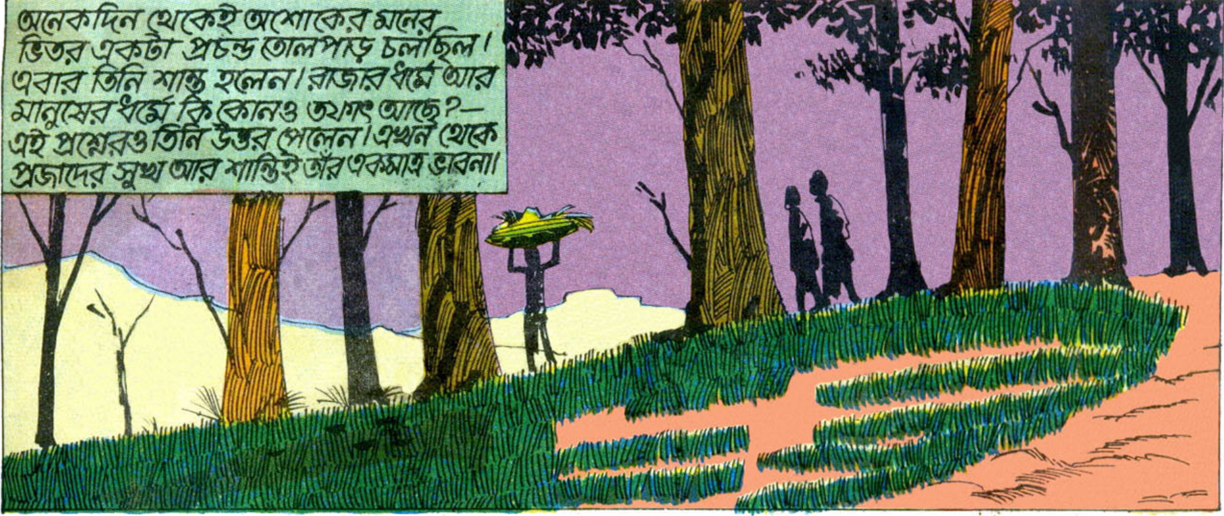

আমার মনে অনেক-দিন কোনও শান্তি নেই।
তাহলে বুদ্ধের শরন নিন।


আমাকে তোমার শিষ্য করে নেবে?
নিশ্চয়। আমার সঙ্গে বলুন: 'আমি বুদ্ধের শরন নিলাম।'

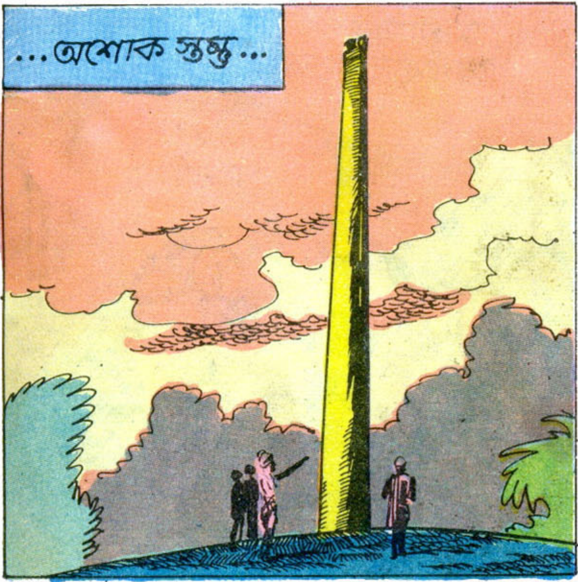

আমি বুদ্ধের শরন নিলাম।

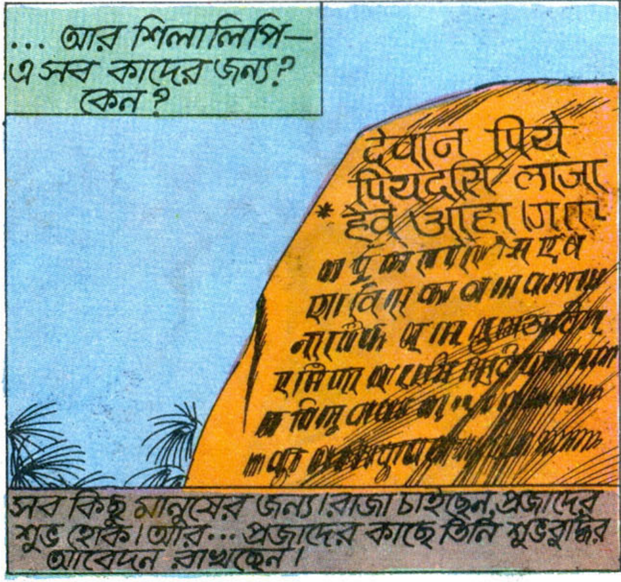

আমি সঙ্ঘের শরন নিলাম।


আমি ধর্মের শরন নিলাম।


অনেকদিন থেকেই অশোকের মনের ভিতর একটা প্রচন্ড তোলপাড় চলছিল। এবার তিনি শান্ত হলেন। রাজার ধর্মে আর মানুষের ধর্মে কি কোনও তফাৎ আছে?— এই প্রশ্নেরও তিনি উত্তর পেলেন। এখন থেকে প্রজাদের সুখ আর শান্তিই তাঁর একমাত্র ভাবনা।


বিরাট সাম্রাজ্য জুড়ে তিনি হাসপাতাল আর পথিকদের জন্য পান্থশালা তৈরী করে দিলেন। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ, যারা মানুষকে ছায়া দেয়...


...অশোক স্তম্ভ...


...আর শিলালিপি— এ সব কাদের জন্য? কেন?
देवान प्रिये पियदसि लाजा
* हेवं आहा
সব কিছু মানুষের জন্য। রাজা চাইছেন প্রজাদের শুভ হোক। আর... প্রজাদের কাছে তিনি শুভবুদ্ধির আবেদন রাখছেন।

একদিন —

যা কিছু আমার প্রিয় একে একে সবই ত্যাগ করেছি।

সব? না...

থামলি কেন, মহেন্দ্র! যা মনে এসেছে, বল্!

আপনার ছেলেমেয়ে — তাদের আপনি কাছ ছাড়া করেন নি।

আমি সঙ্ঘে যোগ দিতে চাই।

তুই মন ঠিক করে ফেলেছিস? আমার খুবই একা লাগবে। তবু বাধা দেবো না — তোকে অনুমতি দিচ্ছি।

বাবা, আমাকেও আশীর্বাদ করুন।

ওহ! সঙ্ঘমিত্রা !!

আমার স্বামী-পুত্র দু'জনেই সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন। একা ঘর আগলিয়ে, আমি এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছি?

নিজের বলতে আর কিছুই রইলো না।

কয়েক বছর এভাবেই গেল। তারপর—

বাবা! আমি সিংহল যেতে চাই।

তাই যা। আমার আশীর্বাদ রইলো।

আরও দু'বছর কেটে গেল—

বাবা! আপনার কাছ থেকে বিদায় চাইতে এসেছি।

তোর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সঙ্ঘমিত্রা।

সিংহলে বুদ্ধের সেবাদাসীর অভাব। ওঁরা লোক পাঠিয়েছেন।

হুম্...

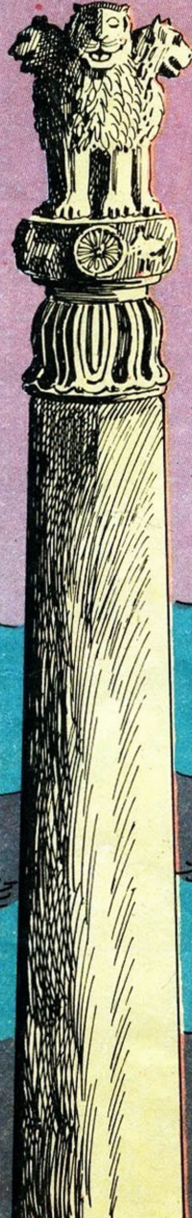
সঙ্ঘমিত্রা! আমি বুড়ো হয়েছি। এতো বিচ্ছেদ আর আমার সহ্য হবে না।
বুক বাঁধুন। মানুষ এর চেয়েও বড় অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে যায়। তা ছাড়া উনি এখন সঙ্ঘের।
আমি বুঝতে পারছি। আর তোর পথ আটকাবো না। আশীর্বাদ করছি, যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছিস, তা যেন সফল হয়!
বিদায়, বাবা!
আমাকে তুমি কঠিন শাস্তি দিলে, বিদিশা! তোমার ছেলেমেয়েরাও আজ আমাকে ত্যাগ করে গেল! ধর্মের সঙ্গে আমি কী এতো শত্রুতা করেছিলাম?

দুঃখ করবেন না!

আপনার ছেলে, আপনার মেয়ে—তাঁরা যখন সন্ন্যাসধর্ম নিয়েছেন, আপনি বাধা দেন নি। তাঁরা যখন আপনাকে ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিলেন, তখনও আপনি তাঁদের পথ আটকান নি। কেন? কারন, আপনি নিজেই ধর্মের শরন নিয়েছেন। তাহলে কীসের দু:খ?

সত্যিই তো। একজন মানুষ কার জন্য, কিসের জন্য সারা জীবন ধরে শুধু দুঃখই করবেন? বরং যাঁর যা কাজ, প্রত্যেক মানুষকেই বলে দেওয়া ভালো, তিনি যেন তাই নিয়ে সুখী হন।...সম্রাট অশোক এর পরেও দীর্ঘকাল রাজত্ব করে-ছিলেন। কি করলে প্রজাদের দুঃখ দূর হয়, তারা সুখে ও শান্তিতে কাটাতে পারে— শেষ জীবনে এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা।

ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এখনও অশোক স্তম্ভ এবং অশোকের শিলালিপি দেখতে পাওয়া যায়। স্তম্ভের গায়ে এবং বিরাট বিরাট পাথরে প্রিয়দর্শী অশোকের যে সব বাণী খোদাই করা আছে। সেগুলির একটিই সহজ অর্থ করা যায় — তিনি সাধারন আর দশজন মানুষের খুব কাছে আসতে চেয়েছিলেন। সারনাথের অশোক স্তম্ভে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের যে পাঁচটি প্রধান নিয়ম বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন, আজও পৃথিবীর সর্বত্র মানব কল্যানে উদ্বুদ্ধ মানুষেরা সেই নিয়ম মেনে চলেন।





তোমাদের মনের মতো রঙীন বই অমর চিত্রকথা





প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্‌রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প



প্রতিখণ্ড ৩.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay